LECTURE NOTE FOR SEM -2 SANSKRIT HONS STUDENTS

TEACHERS`NAME- ARPITA PRAMANIK

DEPARTMENT OF SANSKRIT

K.C.COLLEGE, HETAMPUR, BIRBHUM

DATE-8-5-2020

PAPER-CC-4

TOPIC-SREEMADBHAGABADGITA

(KARMA, AKARMA AND BIKARMATATTWA)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম তত্ত্ব

পরম সুখেপ্সু জীবের পক্ষে কী কর্ম করণীয়, আর কী কর্ম করণীয় নয় তা বোঝাতে গিয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান কর্মতত্ত্ব, অকর্মতত্ত্ব ও বিকর্মতত্ত্বকে সুষ্ঠুভাবে উপন্যাস করতে গিয়ে বলেছেন---

''কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।।''৪/১৬
''কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ।।''৪/১৭

এই শ্লোকগুলির অর্থ হলযথাক্রমে--''কর্ম কি, কর্মশূন্যতাই বা কি, এবিষয়ে পন্ডিতেরাও মোহপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ ইহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না। অত এব কর্ম কি (অকর্ম কি) তাহা তোমাকে বলিতেছি, তাহা জানিলে অশুভ হইতে (সংসারবন্ধন হ ইতে) মুক্তহ ইবে।''

দ্বিতীয় শ্লোকটির অর্থ--বিহিত কর্মের ও বুঝিবার বিষয় আছে, বিকর্ম বা অবিহিত কর্মের ও বুযিবার বিষয় আছে, অকর্ম বা কর্মত্যাগ সম্বন্ধেও বুঝিবার বিষয় আছে: কেননা কর্মের গতি (তত্ত্ব) দুজ্ঞেয়।

সাধারণতঃ মানুষ তার দেহ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সাধিত ক্রিয়াকেই কর্ম বলে মনে করে। এবং দেহ ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া বন্ধ হলে তাকে অকর্ম বা কর্মহীন অবস্থা বলে মনে করে। কিন্তু ভগবান্ দেহ, বাক্য ও মন দ্বারা যে সমস্ত ক্রিয়া সংগঠিত হয় সবগুলিকেই কর্ম বলেছেন-- **''শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।''** অর্থাৎ মানুষ শরীর, মন ও দেহের দ্বারা শাস্ত্রানুকূল বা অশাস্ত্রীয় যা কিছু কর্ম করে।

ভাব অনুসারেই কর্মের সংজ্ঞা হয় । ভাব পরিবর্তিত হলে কর্মের সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হয়। যেমন-কর্ম স্বরূপতঃ সাত্ত্বিক দেখালেও কর্তার ভাব যদি রাজসিক বা তামসিক হয় তাহলে তার কর্ম ও রাজসিক বা তামসিক হয়ে যায়। যেমন কেউ দেবীর উপাসনারূপ কর্ম করছে, যা স্বরূপতঃ সাত্ত্বিক কর্ম , কিন্তু উপাসনাকারী যদি সেটি কামনা সিদ্ধির জন্য করেন তাহলে সেটি

রাজসিক কর্ম হয়ে যায়। সেরূপ কর্মকর্তার যদি ফলেচ্ছা, মমত্ববোধ, এবং আসক্তি না থাকে তাহলে তার কৃতকর্মগুলি অকর্ম হয়ে যায় অর্থাৎ সেগুলি কর্মফলে আবদ্ধ করে না। তাৎপর্য হল এই যে, বাহ্যিকভাবে কর্ম করা বা না করায় কর্মের প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান হয় না। এই ব্যাপারে শাস্ত্রজ্ঞ বিশিষ্ট বিদ্বানগণ ও মোহগ্রস্ত হন অর্থাৎ কর্মতত্ত্ব যথাযথভাবে নিরূপণ করতে সমর্থ হন না। যে ক্রিয়াগুলিকে তাঁরা কর্ম বলে মনে করে সেগুলি কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম যেকোনোটি হতে পারে। কারণ কর্তার মনোভাব অনুযায়ী কর্মে স্বরূপ অবধারিত হয়। সেজন্য ভগবান্ জানাচ্ছেন প্রকৃত কর্ম কি ? এটি কেন আবদ্ধ করে , কেমন করে আবদ্ধ করে এবং এর থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় ?--এইসব সম্যক্ভাবে জএনে কর্ম করলে কর্ম আর বন্ধনের কারণ হয় না। মানুষের মধ্যে যদি মমতা, আসক্তি , কামনা থাকে তবে কর্ম না করলেও বাস্তবে তার দ্বআরা কর্ম ই হয়ে থাকে অর্থাৎ কর্মে লিপ্ততা থাকে । কিন্তু যদি মমতা, আসক্তি ফলেচ্ছা না থাকে তাহলে কর্ম করলেও কর্ম করা হয় না। অর্থাৎ কর্মে সে নির্লিপ্ত থাকে --

‘‘ন মং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা ।
ইতি মাং যো২ভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে।।’’ ৪/১৪

তআৎপর্য হল এই যে, কর্তা নির্লিপ্ত হলে কর্ম করা বা না করা-দুইই কর্ম বলে বিবেচিত হয়।

ভগবান্ কর্মতত্ত্বের মুখ্যতঃ দুটি ভাগের কথা বলেছেন। যথা-কর্ম ও অকর্ম। কর্মের দ্বারা জীব আবদ্ধ হয় আর অকর্ম দ্বারা (অন্যের জন্য কর্ম করলে) মুক্ত হয়ে যায়। মানুষ যদি তার সুখভোগের জন্য অথবা মান, মর্যাদা, স্বর্গ, ইত্যাদি লাভের জন্য কর্ম করে , অথবা সেই কর্ম তাকে আবদ্ধ করে , কিন্তু যদি তার লক্ষ্য অনিত্য অসাড় এই জগতের দিকে না থাকে এবং সে জগৎ সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র অন্যের হিতার্থে কর্ম করে, তাহলে সেই কর্ম তাকে আবদ্ধ করে না।

পরে আরও সংযোজিত হবে